ধর্ম নয় বিজ্ঞান

আকাশ মালিক

মুসলমানের গৃহে জন্ম নেয়ার পর পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকানোর আগেই আজানের মাধ্যমে যে শব্দটি আমার কানে শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল তা'হলো 'আল্লাহ্'। তারপর যখন শিশু থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলাম, আমাকে বলা হলো আল্লাহকে ঘিরে বেশকিছু ধর্মীয় অদৃশ্য ভয়ঙ্কর বস্তু ও কাহিনীর উপর বিশ্বাস করতে। আর কিশোর বয়সে জানতে পারলাম পৃথিবীতে দৃশ্যমান বস্তুর উপর বিস্ময়কর কাহিনী। অদৃশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহ, জ্বীন, পরী, শয়তান, ফেরেস্তা, তকদির, ভুত, প্রেত, আত্মা, বেহেস্ত, দোজখ, আরশ, কুরছি, পাপ, পুণ্য, ফুলছিরাতের পুল, মিজান পাল্লা, হাসরের মাঠ, এর কোনটাই অনুভব করা যায় না, শুনা যায় না, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। জাগতিক দৃশ্যমান বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে যেমন ভুকিম্প, রংধনু, কলেরা, বিজলী, বজ্রপাত, চাঁদের বুড়ীর সুতা, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য্যগ্রহন, এদের অনুভব করা যায়, শুনা যায়, দেখা যায় অথবা ছোঁয়া যায়। বড় হয়ে বিজ্ঞানের বই পড়ে জানতে পারলাম 'রংধনু' সাত পরীর আকাশ ভ্রমনের সাঁকো, 'কলেরা' এক জমদূতের নাম, 'বিজলী' আল্লাহ্‌র শয়তান মারার অস্ত্র, চৈতালী রাতে বিলের পাড়ে ভুতের আগুন সহ চাঁদের বুড়ীর সুতা কাটার কাহিনী, ভুকিম্পে মাটির নীচে ষাঁড়ের শিংয়ের কাহিনী, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য্যগ্রহণে টাকা-কড়ি দেনা-পাওনার কাহিনী, সন্ধ্যাকাশের রক্তিম মেঘ হাসান-হোসেনের রক্ত, এ সব গুলোই মিথ্যে। আমরা যেমন চাঁদের বুড়ীর সুতা কাটা বা রংধনুতে সাত পরীর আকাশ ভ্রমন দেখি নাই তেমনি নবী মুহাম্মদের (দঃ) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা, স্বশরীরে শপ্ত-আকাশ ভ্রমন করাও দেখি নাই। বিদ্যাঙ্গনে প্রবেশের আগ পর্যন্ত উভয় প্রকার বিশ্বাসে কোন খাদ ছিল না। সবই ছিল পরম সত্য। তাহলে নবী ইব্রাহীমের অগ্নিকুন্ডে ফুলের বাগান, পিতাবিহীন ঈসা নবীর জন্ম, আল্লাহ্‌র সাথে মুসা পয়গাম্বরের কথা বলা, মাছের পেটে ইউনুসের বেঁচে থাকা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সুলাইমান নবীর উড়ে বেড়ানো, বেহেস্তে দুধের নদী, ডানাকাটা পরী, নরকের ভয়ঙ্কর আগুন, বিষাক্ত সাপ, এ সব কাহিনীর সত্যতার প্রমান কি? আমরা সেই সকল কাহিনীর সাক্ষী নই আর যারা তা রচনা করেছিলেন তাদেরকে দেখি নাই বলেই কি তা সত্য বলে মনে নেবো? আমাদের চক্ষুগোচরের জগত ও জীবন নিয়ে কোরআন ও হাদিস যা বলছে তা শুধু অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিকই নয় চরম ক্ষতিকর, অমানবিক এবং অনেক সময় হাস্যকরও বটে। দিনের দুপুর বেলা সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ (দঃ) লক্ষ্য করলেন তাঁর নিজের ছায়া পায়ের নিকটে, আবার বিকেলের রোদে দাঁড়িয়ে দেখলেন ঐ ছায়া অনেক লম্বা হয়ে যায়। তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কোরআনের সুরা ফুরকানে। *'আলাম তারা ইলা রাব্বিকা কাইফা মাদ্দাজিল্লু----------'।* 'তুমি কি দেখোনি কি ভাবে তোমার প্রভু ছায়া বিস্তার করেণ? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সুর্য্যকে করেছি এর নির্দেশক'। (সুরা ফুরকান, আয়াত ৪৫)। বিষয়টা আরেকটু পরিস্কার করা হয়েছে পরের আয়াতে। *'ছুম্মা কাবাজনা-হু ইলাইনা কাবজান ইয়াসিরা'।* 'তারপর ধীরে ধীরে আমি একে টেনে নেই আমার নিজের দিকে'। (সুরা ফুরকান, আয়াত ৪৬)। আল্লাহ ছায়াকে টানেন, না সুর্য্যকে

টানেন? সুর্য্যতো কোথাও যায় না। আল্লাহ নিজে কোথায়. যে সুর্য্যকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে যান? আজিকার দিনের দশ বৎসরের শিশুরাও এমন কথা শুনলে হাসতে হাসতে বগলের নীচে মুখ লুকোবে। এই সুরায় মোহাম্মদ (দঃ) আরো বল্লেন- *'আল্লাজি কালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা--------'।* তিনিই এই মহাকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করে তারপর আরশে সমাসীন হলেন'। ((সুরা ফুরকান, আয়াত ৫৯)। মোহাম্মদ (দঃ) ছয় দিনের হিসেবটা কোথায় পেলেন? তার তৈরী ধর্ম ইসলামের সবটুকুই আদিপুস্তক তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব থেকে ধার করা। ভ্রান্ত সব ধারণা এসেছে সেখান থেকেই। আদিপুস্তকে ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কাহিনীতে বলা হয়েছে ঈশ্বর চন্দ্রকে রাতের বাতি ও সূর্য্যকে দিনের বাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন তৃতীয় দিনে যাতে জগতের মানুষ সময়, দিন, রাত্রী, মাস, বৎসর গণনা করতে পারে। তাহলে সূর্য্য বিহীন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন গণনা হলো কি ভাবে? শুধু আদিপুস্তকেই চন্দ্রকে আলো বিকিরণকারী বাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় নাই কোরআনেও চন্দ্রকে বাতি বলা হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্রের আলো আছে।

'তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি সূর্য্যকে বানিয়েছেন উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ ***আলো বিতরণকারী*** *এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য* ***মনজিল সমুহ****, যাতে করে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসেব'।* (সুরা ইউনুস আয়াত ৫)।

It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a ***LIGHT*** *and measured out its (their)* ***stage****s, that you might know the number of years and the reckoning*. (www.quraanshareef.org)

It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a ***LIGHT*** *(of beauty), and measured out* ***stages*** *for her; that ye might know the number of years and the count (of time).* (Eusuf Ali)

বিজ্ঞানের আবিস্কারে অসহায় ধর্মবাদীরা উপরোল্লিখিত আয়াতের *'কামারা নুরান'* শব্দের অর্থ চন্দ্রে সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো বলে চালিয়ে দিতে প্রয়াস পান। লক্ষণীয়, এখানে বিশেষ্য (*কামার চন্দ্র*) ও বিশেষন (*নুরান' আলো বিতরণকারী)* একই সাথে ব্যবহারিত হয়েছে। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই বলেই বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় নি সারা বিশ্বের চোখের সামনে চাঁদে অবতরণ করে দেখে এসেছে সেখানে ধর্মের আলোও নেই সুতা কাটার বুড়িও নেই। এখন কেউ যদি মনে করেণ কোরআনতো সূর্য্যকে *সিরাজ* বাতি বলেছে চন্দ্রকে নয়, তাদের জন্যে একটি মন্দ খবর আছে। সুরা আহজাবের ৪৬ নং আয়াতে মুহাম্মদ (দঃ) সুর্য্যকে বলেছেন *'সিরাজাম মুনিরা'*। 'মুনিরা' শব্দ ব্যবহার হয়েছে সুর্য্য এবং চন্দ্র উভয়ের বর্ণনায়। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য দুটোই বাতি, দুটোই আলো বিতরণকারী পার্থক্য শুধু একটির চেয়ে অপরটি বেশী উজ্জল। উল্লেখ্য 'নুর' থেকে 'নুরান' ও 'মুনিরা' শব্দের উৎপত্তি। এখনও কেউ যদি বলেন 'নুর' অর্থ প্রতিফলিত আলো তাহলে সমস্যাটা আরো ঘোরতর। কোরআন

বলছে- *‘আল্লাহু নুরুস্‌ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ------’* । আল্লাহ আকাশ ও জমিনের বাতি। (সুরা নুর আয়াত ৩৫) **Allah is the Light of the heavens and the earth.** নুরের অর্থ যদি প্রতিফলিত আলো হয় তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ কার প্রতিফলিত আলো?

মুহাম্মদ (দঃ) যদি জানতেন যে তাঁর জন্মের বহু পূর্বেই এ্যারিষ্টটল (৩৮৪-৩২২) বলে দিয়েছেন যে পৃথিবী গোলাকার, তাহলে প্রতিদিন এত কষ্ট করে সূর্য্যকে টেনে টেনে আল্লাহ্‌র বাড়ী পাঠাতেন না আর চন্দ্রকে মনজিলে মনজিলে থামাতেন না।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

‘চন্দ্রের জন্যে আমি নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মনজিল সমুহ। অবশেষে সে পুরাতন খেজুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়’। (সুরা ইয়াসিন আয়াত ৩৯)

And the moon, We have measured for it mansions (to traverse) till it returns like the old dried curved date stalk

পাহাড়ের ব্যাপারে কোরআন বলছে- *‘তিনি পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে’।* (সুরা লোকমান আয়াত ১০)। নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির কি আর প্রয়োজন আছে? অনুমান করা যায় মুহাম্মদের (দঃ) চোখে পৃথিবীর সাইজটা কত বড় ছিল যে পহাড় না থাকলে মানুষের ভারে তা কাৎ হয়ে যেতো? এটা পাগলের প্রলাপ না বৈজ্ঞানিক তথ্য।

কোরআনের সুরা কাহাফে (আয়াত ৮৩ থেকে ৯৩ পর্যন্ত) বর্ণীত জুলকারনাইন ও ইয়ুজুজ-মাজুজের কেচ্ছা আরব্য উপন্যাসকেও হার মানায়। বিজ্ঞান কোন দিন তা সমর্থন করবে না।

কোরআন বলছে পৃথিবী সমতল ও স্থীর হয়ে আছ, বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী গোলাকার ও সব সময় ঘুরছে, কোরআন বলছে চাঁদ আলো বিতরণ করে, বিজ্ঞান বলছে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, কোরআন বলছে চাঁদ মনজিলে মনজিলে থামে, বিজ্ঞান বলছে চাঁদ কোথাও থামে না। পরকালের ভয়, ভীতি, লোভ, লালসা, শাস্তি, পুরস্কার, স্বর্গ ও নরকের আজগুবি সব কাহিনী আর অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এর কোন কিছুই বিজ্ঞান সমর্থন করে না, বিজ্ঞানের চলার পথে এদের কোন প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী দুই আদর্শের দুই মতবাদের সমন্নয় আদৌ কি সম্ভব? আর সংঘাত, তা-তো ধর্মেরই মুলধন। ধর্ম যে দিন সংঘাত ও সন্ত্রাস ছেড়ে দেবে সে দিন থেকে ধর্ম আর ধর্মই থাকবে না। ধর্মগ্রন্থগুলো নিরপেক্ষভাবে খোলে দেখলেই তার স্পষ্ঠ প্রমান পাওয়া যায়।

মহাকাশমন্ডলী, জীবন ও জগত নিয়ে কাল্পানিক কথাগুলোর সত্যতা প্রমান করা তখনকার সময়ে হয়তো সম্ভব ছিল না কিন্ত এখন তা সম্ভব। ঠিক যেমন ছোট

বেলায় আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না ভুকিম্প, রংধনু, কলেরা, বিজলী, বজ্রপাত, চাঁদের বুড়ীর সুতা, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য্যগ্রহনের কাহিনী গুলোর সত্যতা প্রমান করা। বড় হয়ে স্কুলের পাঠ্যবই থেকে জানলাম রংধনু আমরাও তৈরী করতে পারি। পুকুর পাড়ে সুর্যের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে মুখ ভর্তি জল আকাশে ছোঁড়ে তার প্রমানও পেলাম। আমরা জানলাম সন্ধ্যাকাশের রক্তিম মেঘ হাসান-হোসেনের রক্ত নয় বরং সুর্য্যের আলো। এখন যদি মা বা দাদীকে বলি তোমাদের বর্ণীত কাহিনী সবটুকুই মিথ্যে। তাতে মায়ের মনে দুঃখ লাগবে বলে কি আমি তাকে সত্যটা বলবো না? মা যদি বলেন ঠিক আছে বাবা তোমারটাও সত্য আর আমাদেরটা ও সত্য কারণ এসব তোমার পূর্বপুরুষদের মুখের পবিত্র বাণী। আমি কোন্‌টা গ্রহন করবো? আমি মাকে শুধু দেখিয়ে দিলাম, মা নিজের চোখে দেখো জলকণিকায় সূর্য্যের কিরণই রংধনু। মাকে আমি দেখতে বলেছি বিশ্বাস করতে বলিনি। মা আমাকে দেখাতে পারেন নি বিশ্বাস করতে বলেছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্নয় তারাই চান যারা এই সত্য-মিথ্যার খিচুড়ী হজম করে শান্তনা পান। জীবন ও জগত নিয়ে পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধারণা মিথ্যে কাহিনী আমার নতুন প্রজন্মের জানার কোনই প্রয়োজন নেই। অনিশ্চয়তার সুতিকালয়েই বিশ্বাসের জন্ম। সত্যের ঘরে বিশ্বাসের উপস্থিতি যেমন হাস্যকর বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্নয় তেমনি অবাস্তব।